উসমান ইবনে আফফান ও আলী (আঃ)-কে হত্যার নেপথ্যে

লেখকঃ আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী

ভুমিকাঃ

ইসলামের ইতিহাসে খিলাফতের সূচনালগ্নের ঘটনাবলি আজও নানা প্রশ্ন ও বিতর্কের জন্ম দেয়। উসমান ইবনে আফফানের হত্যাকাণ্ড এবং পরবর্তীতে ইমাম আলী (আঃ)-এর শাহাদাত—এই দুই ঐতিহাসিক ঘটনা মুসলিম সমাজ ও রাজনৈতিক ইতিহাসে গভীর প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডগুলোর পেছনে প্রকৃত কারণ কী ছিল? কারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল? তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন পক্ষের ভূমিকা এবং পরবর্তী ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলো আমাদের কী তথ্য দেয়?

এই বইয়ে আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী প্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থ, বর্ণনা ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রের আলোকে উসমান ইবনে আফফান ও ইমাম আলী (আঃ)-এর হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যের ঘটনাপ্রবাহ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন। প্রচলিত ধারণার পাশাপাশি বিভিন্ন সূত্রের বক্তব্য তুলনা করে পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, বিতর্কিত বর্ণনা এবং ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর পারস্পরিক যোগসূত্র।

এটি কোনো ব্যক্তিকে অন্ধভাবে দোষারোপ করার উদ্দেশ্যে নয়; বরং ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলোকে দলিল, যুক্তি ও অনুসন্ধানের আলোকে নতুন করে দেখার একটি প্রচেষ্টা। পাঠক নিজেই বিভিন্ন তথ্য ও সূত্র পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সুযোগ পাবেন।

ইতিহাসের আড়ালে থাকা প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে–এই অনুসন্ধানী গ্রন্থ।

❑ আম্মাজান আয়শা উসমান ইবনে আফানকে হত্যা এবং আলী (আঃ) হত্যা করতে চেয়েছিলেন ।

■আসনাব আল আশরাফ খন্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ১৩৯।

লেখকঃ আল বালাদুরী

عن ابن حاطب قال : أقبلت مع علي يوم الجمل إلى الهودج وكأنه شوك قنفذ من النبل، فضرب الهودج ، ثم قال : إن حميراء إرم هذه أرادت أن تقتلني كما قتلت عثمان بن عفان، فقال لها أخوها محمد هل أصابك شيء؟ فقالت : مشقص (٢) في عضدي. فأدخل رأسه ثم جرها إليه فأخرجه .

ইবনে হাতিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আলী (রা.)-এর সঙ্গে জামাল যুদ্ধের সময় হাওদাজের (পালকি) দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। তখন হাওদাজ তীরের কারণে যেন সজারুর কাঁটার মতো হয়ে গিয়েছিল। আলী (রা.) হাওদাজে আঘাত করলেন এবং বললেন: "ইরামের এই লাল চুলের নারী (তথা আয়েশা রা.) আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল, যেমন সে উসমান ইবনে আফফান (রা.)-কে হত্যা করেছিল।" এরপর তার ভাই মুহাম্মাদ তাকে জিজ্ঞেস করলেন: "তোমার কোনো আঘাত লেগেছে কি?" তিনি বললেন: "একটি তীর আমার বাহুতে লেগেছে।" তখন তার ভাই তার মাথা নিচু করে সেই তীর বের করে আনলেন।

■আসনাব আল আশরাফ খন্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ৪৬,[প্রকাশনী: দারুল ফিকর]

লেখকঃ আল বালাদুরী (মৃঃ২৭৯হিঃ)

وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي ، حدثنا أبو النضر ، حدثنا إسحاق بن سعيد ، عن عمرو بن سعيد ، حدثني سعيد بن عمرو :

عن ابن حاطب قال : أقبلت مع علي يوم الجمل إلى الهودج وكأنه شوك قنفذ من النبل ، فضرب الهودج ؛ ثم قال : إن حميراء إرم هذه أرادت أن تقتلني كما قتلت عثمان بن عفان . فقال لها أخوها محمد : هل أصابك شيء ؟ فقالت : مشقص في عضدي . فأدخل رأسه ثم جرها إليه فأخرجه

“আহমদ ইবনু ইবরাহিম আদ-দাওরাকী আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবুন-নাদর আমাদের বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন, ইসহাক ইবনু সাঈদ আমাদের বর্ণনা করেছেন, তিনি আমর ইবনু সাঈদ থেকে, আর তিনি আমাকে সাঈদ ইবনু আমর থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু হাতিব বলেন:

জামাল দিবসে আমি আলী (আ.)-এর সঙ্গে সেই হাওদাজের কাছে এগিয়ে গেলাম। হাওদাজটি এমনভাবে তীরের আঘাতে বিদ্ধ হয়ে ছিল, যেন তা সজারুর কাঁটার মতো হয়ে গেছে।

তখন তিনি হাওদাজটিতে আঘাত করলেন এবং বললেন:

‘এই হুমায়রা (আয়েশা)—ইরাম!—আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল, যেমন সে উসমান ইবনু আফফানকে হত্যা করেছিল।’

তখন তাঁর ভাই মুহাম্মদ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন:

‘আপনার কি কোনো আঘাত লেগেছে?’

তিনি বললেন:

‘আমার বাহুতে একটি তীরের ফলা (মিশকাস) বিদ্ধ হয়েছে।’

তখন মুহাম্মদ হাওদাজের ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে সেই তীরের ফলাটি ধরে টেনে বের করে আনলেন।”

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/NdolM95ms2hsZXNTJ

▪মিরআতুয-যামান ফি তাওয়ারীখিল আ'য়ান,খন্ডঃ৬,পৃঃ১৭১।

লেখকঃ সিবত ইবনুল জাওযী (৫৮১-৬৫৪ হিঃ)

وقال البلاذري : وجاء أمير المؤمنين، فوقف على الهودج ، وضربه برمحه وقال : إن حميراء أختُ إرَم ، هذه أرادت أن تقتلني كما قتلت عثمان (١).

“আল-বালাযুরী বলেছেন: আমীরুল মুমিনীন (আলী) এসে হাওদাজের সামনে দাঁড়ালেন এবং তাঁর বর্শা দিয়ে তাতে আঘাত করলেন। তিনি বললেন: ‘নিশ্চয়ই

এই হুমাইরা ইরামের বোন। এই নারী আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল, যেমন সে উসমানকে হত্যা করেছিল।’”

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/1o1VBMub5ddUfsBtE

❑ আয়েশা তার সার্থের জন্য উসমান কে হত্যার জন্য লোকেদের উসকানি দিতেন।

■ আল মাসুল খন্ডঃ ৪,পৃঃ ৩৪৩।

লেখকঃ ইমাম ফখরুদ্দিন আল রাজি (৫৪৪-৬৬০হিঃ)[মাযহাব:শাফেয়ী]-[আশ'আরী আকিদার মুহাদ্দিস]

أن عثمان - رضي الله عنه - أخر عن عائشة - رضي الله عنها - بعض أرزاقها، فغضبت ثم قالت : يا عثمان أكلت أمانتك، وضيعت الرعية، وسلطت عليهم الأشرار من أهل بيتك .والله لولا الصلوات الخمس - لمشى إليك أقوام ذوو بصائر، يذبحونك كما يذبح الجمل .

فقال عثمان - رضي الله عنه - : ضَرَبَ الله مثلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نوحوامرات لوط) (١) الآية فكانت عائشة - رضي الله عنها - تحرض عليه جهدها وطاقتها، وتقول: «أيها الناس، هذا قميص رسول الله - ﷺ - لم يبل، وقد بليت سنته، اقتلوا نعثلاً، قتل الله نعثلا .

ثم إن عائشة ذهبت إلى مكة، فلما قضت حجها، وقربت من المدينة أخبرت بقتل عثمان، فقالت : ثم ماذا؟ فقالوا : بايع الناس علي بن أبي طالب، فقالت عائشة: قتل عثمان - والله - مظلوماً، وأنا طالبة (بدمه، والله ليوم من عثمان خير من علي الدهر كله .

فقال لها عبيد بن ام كلاب : ولم تقولين ذلك؟ فوالله ما أظن أن بين

উসমান আয়েশার কিছু ভাতা প্রদানে বিলম্বিত করেছিলেন। এতে আয়েশা রাগান্বিত হয়ে বললেন,

“হে উসমান! তুমি তোমার আমানতের খিয়ানত করেছ, প্রজাদের অবহেলা করেছ এবং তোমার পরিবারের দুষ্ট লোকদের তাদের ওপর কর্তৃত্ব প্রদান করেছ।

আল্লাহর কসম! যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বিষয়টি না থাকত, তাহলে এমন কিছু দূরদর্শী ও বিচক্ষণ লোক তোমার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসত, যারা তোমাকে ঠিক যেভাবে উট জবাই করা হয়, সেভাবেই জবাই করে ফেলত।”

তখন উসমান বললেন,

“আল্লাহ কাফিরদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন—‘নূহের স্ত্রী এবং লূতের স্ত্রী।’”

অর্থাৎ তিনি আয়েশার বিরুদ্ধে এই দৃষ্টান্তটি প্রযোজ্য হওয়ার ইঙ্গিত করেন।

এরপর আয়েশা তাঁর সর্বশক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে উসমানের বিরুদ্ধে লোকজনকে উত্তেজিত করতে লাগলেন। তিনি বলতেন,

“হে লোকসকল! এটি রাসুলুল্লাহ -ﷺএর জামা; এটি এখনো পুরোনো হয়ে জীর্ণ হয়নি, অথচ তাঁর সুন্নত জীর্ণ হয়ে গেছে। নাসলানকে হত্যা করো! আল্লাহ নাসলানকে ধ্বংস করুন!”

এরপর আয়েশা মক্কার উদ্দেশে চলে গেলেন। তিনি হজ সম্পন্ন করার পর যখন মদিনার দিকে ফিরছিলেন এবং মদিনার কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন, তখন তাঁকে উসমানের নিহত হওয়ার সংবাদ দেওয়া হলো।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন,

“এরপর কী হয়েছে?”

লোকেরা বলল,

“মানুষজন আলী ইবনে আবি তালিব (রঃ)-এর হাতে বায়আত করেছে।”

তখন আয়েশা বললেন,

“আল্লাহর কসম! উসমান (রঃ) তো অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছেন। আর আমি তাঁর রক্তের প্রতিশোধ দাবি করছি। আল্লাহর কসম! উসমানের একটি দিন আলীর সমগ্র জীবনের চেয়েও উত্তম।”

তখন উবাইদ ইবনে উম্মে কিলাব তাঁকে বললেন,

“আপনি এমন কথা কেন বলছেন? আল্লাহর কসম! আমার তো মনে হয় না যে তোমাদের মধ্যে...”

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/3JOFspVe5ilOqgUkR

■আল-নাহায়াহ ফি গারিব আল-হাদিস ওয়া আল-আথার, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৭৯-৮০।

লেখকঃ ইবনে আসির (৫৪৪-৬০৬হিঃ)[মাযহাব: শাফেয়ী]

حديث "اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا" تعني عثمان . وهذا كان منها لما غاضبته وذهبت إلى مكة

হাদিস

নাসালকে হত্যা করো, আল্লাহ নাসালকে ধ্বংস করুন) উসমানকে নির্দেশ করে। এটি আয়িশার পক্ষ থেকে তখন বলা হয়েছিল, যখন তিনি উসমানের প্রতি রাগান্বিত হন এবং মক্কায় চলে যান।

PDF লিংকঃ

Source: المكتبة الوقفية https://share.google/OZk9FParCgoznTnkj

■ আল মাসুল খন্ডঃ ৪, পৃঃ ৩৪৪।

লেখকঃ ইমাম ফখরুদ্দিন আল রাজি(৫৪৪-৬৬০হিঃ)[মাযহাব:শাফেয়ী]-[আশ'আরী আকিদার মুহাদ্দিস]

السماء والأرض أحداً - في هذا اليوم - أكرم على الله من علي بن أبي طالب، فلم تكرهين ولايته ؟ ألم تكوني تحرضين الناس على قتله؛ فقلت : «اقتلوا النعثل فقد كفره ؟ فقالت عائشة : «لقد قلت ذلك ، ثم رجعت عما قلت، وذلك أنكم أسلمتموه - حتى إذا جعلتموه في القبضة قتلتموه، والله لأطلبن بدمه . فقال عبيد بن ام كلاب : هذا - والله - تخليط يا أم المؤمنين

"আজকের এই দিনে আসমান ও জমিনের মাঝে আলী ইবনে আবি তালিব (রঃ)-এর চেয়ে আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত আর কেউ নেই। তাহলে তুমি কেন তাঁর নেতৃত্ব ও খেলাফতকে অপছন্দ করছ? তুমি কি আগে লোকজনকে তাঁকে হত্যা করার জন্য উসকানি দাওনি? তুমি কি বলোনি—'নাসলানকে হত্যা করো, কারণ সে কুফরি করেছে'?"

তখন আয়েশা বললেন,

"হ্যাঁ, আমি এমন কথা বলেছিলাম। কিন্তু পরে আমি আমার সেই বক্তব্য থেকে ফিরে এসেছি। এর কারণ হলো—তোমরাই তাকে পরিত্যাগ করেছিলে; অবশেষে যখন তাকে তোমাদের মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেলে, তখন তাকে হত্যা করলে। আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তার হত্যার রক্তের প্রতিশোধ নেব।"

তখন উবাইদ ইবনে উম্মে কিলাব বললেন,

"আল্লাহর কসম, হে মুমিনদের জননী! এটি তো সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী ও এলোমেলো কথা!"

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/3JOFspVe5ilOqgUkR

■তারিখ আল তাবারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠাঃ৩৫৮-৩৫৯।

লেখকঃ ইমাম মোহাম্মদ ইবনে জারির আল তাবারী

أن عائشة رضى الله عنها لما انتهت إلى سرف راجعة في طريقها إلى مكة، لقيها عبد بن أم كلاب وهو

عبد بن أبي سلمة ، ينسب إلى أمه - فقالت له : متهم ؟ قال : قتلوا عثمان رضى الله عنه ، فمكثوا ثمانياً ؛ قالت : ثم صنعوا ماذا ؟ قال : أخذها أهل المدينة بالاجتماع ، فجازت بهم الأمور إلى خير مجاز ؛ اجتمعوا على علی بن أبي طالب . فقالت : والله ليت أن هذه انطبقت على هذه إن تم الأمر لصاحبك ! ردونی ردونی ، فانصرفت إلى مكة وهی تقول : قتيل والله عثمان مظلوماً ، والله لأطلبن بدمه ، فقال لها ابن أم كلاب : ولیم ؟ فوالله إن أول من أمال حرفه لأنت ! ولقد كنت تقولين : اقتلوا نعثلا فقد كفر ؛ قالت : إنهم استتابوه ثم قتلوه ، وقد قلت وقالوا، وقولی الأخير خير من قولی الأول ، فقال لها ابن أم كلاب

فمنك البداء ومنك الغير ومنك الرياح ومنك المطر وأنتِ أَمَرْتَ بقتل الإمام وقلت لنا إنه قد كَفَرْ

فَهَبْنا أطمناك في قتله وقاتله عندنا من أمر ولَمْ يَسْقُطِ السَّقْفُ مِن فَوْقِنَا وَلَمْ تَنْكَفْ شَمْنَا والقَمَرْ

وقد بايع النَّاسُ ذَا تُدْرَ يُزِيلُ الشَّبَا وَيُقِيمُ الصَّمَرْ

وَيُلْبَسُ الْحَرْبِ أَثوابها وما مَنْ وَلَى مِثْلُ مَنْ قَد غَدَرْ فانصرفت إلى مكة فنزلت على باب المسجد فقصدت للحجر ، فسترت

واجتمع إليها الناس ، فقالت : يأيها الناس ، إن عثمان قتل مظلوما، ووالله لأطلبن بدمه .

হযরত আয়েশা মক্কা থেকে ফিরার পথে আবদ বিন উম্মে কিলাবের সাথে দেখা হয় যিনি ছিলেন আবদ বিন আবি সালমা তবে তাকে তার মায়ের পরিচয়ে ডাকা হতো। হযরত আয়েশা তাকে দেখে বলেন তুমি ভালো সময়ে এসেছো। তিনি আয়েশা'কে বলেন লোকেরা উসমান কে হত্যা করেছে এবং আট'দিন পর্যন্ত লোকেরা খলিফা বিহীন অবস্থায় ছিলো। আয়েশা জিজ্ঞেস করলেন তাহলে লোকেরা কী এ অবস্থায় আছে এখনো ? তিনি বলেন মদিনাবাসী সকলেই একত্রিত হয়ে আলাপ-আলোচনা করে আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ) কে বায়াৎ এর জন্য বেছে নিয়েছেন এবং তার হাতে বায়াৎ গ্রহণ করেছেন। তখন আয়েশা বলেন হায় এই জমিন ও আসমান যদি ধ্বংস হয়ে একত্রিত হয়ে যেত তোমার সাথীর হাতে বায়াৎ গ্রহণ করার পূর্বে আমাকে মদিনায় নিয়ে যাও আমাকে মদিনায় নিয়ে যাও আল্লাহর কসম উসমান'কে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে আল্লাহর কসম উসমান'কে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। আল্লাহর কসম আমি উসমানের রক্তের বদলা নিবো ? তখন আবদ বিন আবি সালমা বলেন হে উম্মুল মু'মিনিন এরকম পরিবর্তন হওয়ার রহস্য কী ? আল্লাহর কসম

আপনি সর্বপ্রথম যে কিনা আলী (আঃ) এর খেলাফত এর বিরুদ্ধীতা করছেন এবং আপনি তো উসমান কে হত্যা করার জন্য লোকেদের উসকানি দিতেন সে কাফের হয়ে গেছে তাকে হত্যা করো। তখন আয়েশা বলেন যারা তাকে হত্যা করেছে তারা হত্যার পূর্বে উসমান কে তওবা করিয়েছে তারপর হত্যা করেছে। হে আমি পূর্বে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছি তবে এখন বলছি তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে আমার পূর্বের নির্দেশ আমি প্রত্যাহার করে নিলাম। তখন আবদ বিন আবি সালমা একটি কবিতা পাঠ করেন।

আপনার থেকে শুরু আপনার থেকে অন্যরা আপনার থেকে বাতাস আপনার থেকে বৃষ্টি আপনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে সে কাফের হয়ে গেছে তাকে হত্যা করো সুতরাং লোকেরা তাকে হত্যা করে আপনাকে সন্তোষ্ঠ করেছে.....................

অতঃপর আয়েশা মদিনায় প্রবেশ করে মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে বলেন আমাকে পর্দা দিয়ে আরাল করে দাও অতঃপর তাকে পর্দা দিয়ে আরাল করে দিলে লোকেরা তার চার পাশে জড়ো হয় অতঃপর আয়েশা বলেন হে লোক সকল উসমান কে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে আল্লাহর কসম আমি উসমানের রক্তের বদলা নিবো

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/Z54lANsmjwrIdqQMa

▪মন্তব্য উক্ত হাদীস সমন্ধে না বললেই নয় আম্মাজান আয়েশা তিনি দ্বিচারিতা এই জন্য করলেন কারণ হযরত আলী (রঃ)খলিফা হোক এটা তিনি চাননা তাই তিনি উসমান হত্যার বিচার আগে চান । যখন বলা হলো আপনিই তো এক সময় উসমানকে হত্যা করার জন্য বলতেন । তাই অজুহাত দাড় করিয়ে আম্মাজান আয়েশা বললো উসমান তওবা করেছে মৃত্যুর পূর্বে ।

উসমান তার শাসন আমলে যে সমস্থ কান্ড ঘটিয়েছে তা একজন মুসলিম হিসেবে মুসলিম শাসকের জন্য শোভা পায় না। উসমান ইবনে আফফান যেসব কাজ করেছেন তিনি কেবল আল্লাহ তার রসুল এবং সমস্থ মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন ।যে ব্যাক্তি মুসলিম দাবি করে আবার কুরআন সুন্নাহ বিরোধী কাজ করে সেতো মুনাফিক এবং সে ইসলাম থেকে খারিজ। আর উসমান জেনে বুঝেই সেই কাজ গুলো করেছেন যেটা নিয়ে অনেক বিতর্ক মতভেদ পাওয়া গ্রহণযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ গুলোতে বিদ্যমান রয়েছে ।

আল্লাহ ফেরাউনের তওবা কবুল করেনি সেই জায়গায় উসমান ইবনে আফফানের তওবা কবুল হওয়ার কোনো দৃষ্টান্ত বহন করে না ।

❑ মাওলা আলী (রঃ) এর প্রতি

আম্মাজান আয়েশার হিংসা বিদ্বেষ

রসুল (সাঃ) এর হযরত আলী (রঃ) এর প্রতি বেশি ভালোবাসা থাকার কারণে রাসুল (সাঃ) সাথে চিৎকার চেচামেচি করে কথা বলেছে? অথচ আল্লাহ নিষেধ করেছেন কেউ যেন রাসুল (সাঃ) সাথে উচ্চকণ্ঠে কথা না বলে এরুপ করলে ইমান আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে

....

■ মুসনাদ আহমদ খন্ডঃ১৪, পৃষ্ঠাঃ ১৬৯, হাদীসঃ ১৮৩৩৩।

লেখকঃ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল

استأذن أبو بكر على رسول الله ﷺ فسمع صوت عائشة عاليا و هي تقول: والله لقد عرفت أن عليا أحب إليك من أبي ومني مرتين أو ثلاثاً فاستأذن أبو بكر فدخل فأهوى إليها فقال: يا بنت فلانة ألا أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله ﷺ.

আবু বকর নবী (সাঃ) এর গৃহে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন তখন তিনি হযরত আয়েশা কন্ঠস্বর শুনতে পেলেন আয়েশা চিৎকার করে রাসুল (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করছেন! আল্লাহ কসম আমি শুনতে পেয়েছি যে আলী আপনার

কাছে আমি এবং আমার পিতার চেয়ে বেশি প্রিয় ? এ'কথা তিনি তিনবার বলেন

তখন আবু বকর ঘড়ে প্রবেশ করলেন এবং বলেন হে কন্যা আমি একি শুনতে পাচ্ছি তুমি রাসুল (সাঃ) এর সামনে উচ্চকন্ঠে আওয়াজ করে কথা বলছো

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/ZU1g3rvYe1ehUwLbV

■ সুরাঃ আল হুজরাত আয়াতঃ২ [৪৯:২]

يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا ترفعوا أصوتكم فوق صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن تَحْبَطَ أَعْقَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

মুমিনগণ! তোমরা নবীর কন্ঠস্বরের উপর তোমাদের কন্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচুস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উঁচুস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের ইমান আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না।

■ সহীহ মুসলিম হাদীসঃ ১৪৩।

قَالَ عَلِيٌّ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَىَّ أَنْ لاَ يُحِبَّنِي إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضَنِي إِلاَّ مُنَافِقٌ

আমিরুল মুমিনিন মাওলা আলী (আঃ) বলেন মহান সত্তার কসম! যিনি বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম করেন এবং জীবকুল সৃষ্টি করেন, নবী (সাঃ) আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, মু'মিন ব্যক্তিই আমাকে ভালোবাসবে, আর মুনাফিক ব্যক্তি আমার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে।

▪ আল ইকদ আল ফারিদ খন্ড-৫ পৃষ্ঠাঃ৭৯

লেখকঃ ইবনে আব্দ রাব্বিহ (মৃঃ৩২৮ হিঃ)[মাযহাব: মালেকী]

قال : ودخلت أم أوفى العبادية على عائشة بعد وقعة الجمل فقالت لها : يا أم المؤمنين، ما تقولين في امرأة قتلت ابناً لها صغيراً ؟ قالت: وجبت لها النار! قالت : فما تقولين في امرأة قتلت من أولادها الاكابر عشرين ألفاً في صعيد واحد ؟ قالت : خذوا بيد عدوة الله !

তিনি বলেন: জামাল যুদ্ধের ঘটনার পর 'উম্মু আওফা আল-'আবাদিয়্যাহ' আয়েশার কাছে প্রবেশ করলেন। তিনি তাঁকে বললেন, "হে মুমিনদের মা, এমন একজন নারী সম্পর্কে আপনি কী বলেন, যে তার একটি ছোট সন্তানকে হত্যা করেছে?"

আয়েশা বললেন, "তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত!"

তিনি বললেন, "তাহলে এমন একজন নারী সম্পর্কে আপনি কী বলেন, যে একই ময়দানে তার সন্তানদের মধ্যকার ২০,০০০ জন প্রাপ্তবয়স্ক/বয়োজ্যেষ্ঠকে হত্যা করেছে?"

তখন আয়েশা বললেন, "আল্লাহর শত্রুকে ধরে নিয়ে যাও!"

PDF লিংকঃ

https://share.google/knfwjxtXS66lb01Vi

■মুসনাদ আহমদ খণ্ডঃ৪০, পৃষ্ঠাঃ ২৯৮-২৯৯, হাদিস নম্বর ২৪২৫৪,।

লেখকঃ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (১৬৪-২৪১হিঃ)

حدثنا يحيى، عن إسماعيل، حدثنا قيس، قال :

لما أقبلت عائشةُ بَلَغَتْ مياه بني عامر ليلاً، نَبَحَتِ الكلاب. قالت : أي ماء هذا ؟ قالوا : ماء الحَوْابِ، قَالَتْ : ما أظنني إلا أني راجعة، فقال بعضُ مَنْ كان معها : بل تَقْدَمِينَ، فيراك المسلمون، فيُصْلِحُ الله عزَّ وجلَّ ذات بينهم، قالت : إنَّ رسول الله ﷺ قال لها ذات يوم: كَيْفَ بِإِحْدَاكُنَّ تَنْبَحُ عَلَيْهَا كَلابُ الحَوْابِ ؟ ( ) .

(1) إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين

ইয়াহইয়া ইবনু ... থেকে, তিনি ইসমাঈল থেকে, তিনি কায়স থেকে বর্ণনা করেন। কায়স বলেন:

যখন আয়েশা এগিয়ে এসে বনু আমিরের পানির স্থানে পৌঁছালেন, তখন রাত হয়ে গিয়েছিল। সেখানে কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “এটি কোন পানির স্থান?”

তাঁকে বলা হলো, “এটি হাওয়াবের পানি।”

তখন তিনি বললেন, “আমার মনে হচ্ছে, আমি ফিরে যাব।”

তাঁর সঙ্গে থাকা লোকদের কেউ কেউ বলল, “বরং আপনি সামনে এগিয়ে যাবেন। মুসলিমরা আপনাকে দেখতে পাবে; অতঃপর আল্লাহ তাদের পারস্পরিক বিরোধ মিটিয়ে দেবেন।”

তিনি বললেন, “রাসূলুল্লাহ ﷺএকদিন আমাদের কোনো একজনকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন: ‘তোমাদের মধ্যে এমন একজনের কী অবস্থা হবে, যার ওপর হাওয়াবের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করবে?’”

“এর সনদ সহিহ। এর বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য এবং উভয় শায়খের (ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিমের) বর্ণনাকারী।”

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/Gt3RjKCKHX8haZSBQ

■সিয়ার আলম আল নুবালা খন্ড- ১০ পৃঃ ৪৩২

লেখকঃ ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবী

عن زيد ،

ابن أرقم ، أن النبي ﷺ قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين : (أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُم ، سِلْمٌ لِمَنْ سَالِمتُم)

জায়েদ ইবনে আরকাম (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইমাম আলী, ফাতিমা, হাসান এবং হুসাইন (আলাইহিমুস সালাম)-এর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন:

"আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, এবং তার সাথে শান্তিতে থাকব, যে তোমাদের সাথে শান্তিতে থাকে।"

PDF লিংকঃ

https://share.google/SVKVeQTOjy9RVTWqr

■সহীহ বুখারী (তাঃপাঃ) হাদীসঃ৩১০৪।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا فَأَشَارَ نَحْوَ مَسْكَنِ عَائِشَةَ فَقَالَ " هُنَا الْفِتْنَةُ ـ ثَلاَثًا ـ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ ."

‘আবদুল্লাহ ইব্নু ‘উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

তিনি বলেন, একবার নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুত্বা দিতে দাঁড়িয়েছিলেন। এ সময় তিনি ‘আয়িশা (রাঃ) -এর ঘরের দিকে ইশারা করে তিনবার বললেন, এ দিক থেকেই ফিত্না, যে দিক হতে সূর্য উদয়ের কালে শয়তান দাঁড়িয়ে থাকে।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

❑ রসুল (সাঃ) এর অন্তিম মূহুর্তে ইমামতির জন্য আলী (রঃ) কে ডাকতে বলেন আম্মাজান আয়শাকে...

কিন্তু আম্মজান আয়শার অন্তরে আলী (রঃ) প্রতি ঘ্রিনা বিদ্বেষ থাকার কারণে আলী (রঃ) ডাকেননি এই ঘটনা বুখারী সাহেব তার কিতাবে উল্লেখ করলেও আলী রঃ এর নাম গোপন করেন । আসুন তাহলে গোপন তথ্য ফাস করি ।

▪সহীহ বুখারী,হাদিসঃ৬৬৪।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ الأَسْوَدُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ فَذَكَرْنَا الْمُوَاظَبَةَ عَلَى الصَّلاَةِ وَالتَّعْظِيمَ لَهَا، قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأُذِّنَ، فَقَالَ " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ". فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ، فَأَعَادَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ " إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ". فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى، فَوَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأَنِّي أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ تَخُطَّانِ مِنَ الْوَجَعِ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَكَانَكَ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ. قِيلَ لِلأَعْمَشِ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلاَتِهِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الأَعْمَشِ بَعْضَهُ. وَزَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا.

আসওয়াদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত:

একদা আমরা আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট বসে নিয়মিত সালাত আদায় ও তার মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আয়েশা (রাঃ) বললেন, আল্লাহর রসূল ((ﷺযখন অন্তিম রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন সালাতের সময় হলে আজান দেয়া হলো। তখন তিনি বললেন, আবু বকরকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল। তাঁকে বলা হলো যে, আবু বকর (রাঃ) অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের লোক, তিনি যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন তখন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। আল্লাহর রসূল ((ﷺআবার সে কথা বললেন এবং তাঁরাও আবার তাই বললেন। তৃতীয়বারও তিনি সে কথা বলে বললেন, তোমরা

ইউসুফের সাথীদের মত। আবু বকরকে নির্দেশ দাও যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে নেয়।

আবু বকর (রাঃ) এগিয়ে গিয়ে সালাত শুরু করলেন। এদিকে নবী (ﷺ) নিজেকে একটু হালকা অনুভব করলেন। দুইজন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে বেরিয়ে এলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার চোখে এখনও স্পষ্ট ভাসছে। অসুস্থতার কারণে তাঁর দুই পা মাটির ওপর দিয়ে হেঁচড়ে যাচ্ছিল। তখন আবু বকর (রাঃ) পিছনে সরে আসতে চাইলেন। নবী (ﷺ) তাঁকে স্বস্থানে থাকার জন্য ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে আনা হলো, তিনি আবু বকর (রাঃ)-এর পাশে বসলেন।

আমাশকে জিজ্ঞেস করা হলো: তাহলে নবী (ﷺ) ইমামাত করছিলেন। আর আবু বকর (রাঃ) আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর অনুসরণে সালাত আদায় করছিলেন এবং লোকেরা আবু বকর (রাঃ)-এর সালাতের অনুসরণ করছিল। আমাশ (রহঃ) মাথার ইঙ্গিতে বললেন, হ্যাঁ। আবু দাউদ (রহঃ) শু'বা (রহঃ) সূত্রে আমাশ (রহঃ) হতে হাদিসের কিয়দংশ উল্লেখ করেছেন। আবু মু'আবিয়াহ (রহঃ) অতিরিক্ত বলেছেন, তিনি আবু বকর (রাঃ)-এর বাঁ দিকে বসেছিলেন এবং আবু বকর (রাঃ) দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

▪প্রশ্ন:

বুখারী সাহেব এটা কেন গোপন করলেন রসুল (সাঃ) কোন দুজনের কাধে ভর দিয়ে বেড়িয়ে এলেন❓

▪সহীহ বুখারী,হাদিসঃ৬৭৮-৬৭৯।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ". قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ، إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. قَالَ " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ

فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ " فَعَادَتْ فَقَالَ " مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ". فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

নবী (ﷺ) অসুস্থ হয়ে পড়লেন, ক্রমে তাঁর অসুস্থতা তীব্রতর হলে তিনি বললেন, ‘আবু বকরকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল।’

আয়িশা (রাঃ) বললেন, ‘তিনি তো কোমল হৃদয়ের লোক, যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে পারবেন না।’

নবী (ﷺ) আবার বললেন, ‘আবু বকরকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে।’

আয়িশা (রাঃ) আবার সে কথা বললেন। তখন তিনি আবার বললেন, ‘আবু বকর (রাঃ)-কে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। তোমরা ইউসুফ (আঃ)-এর সাথী মহিলাদের মতোই।’

অতঃপর একজন সংবাদদাতা আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট সংবাদ নিয়ে আসলেন এবং তিনি নবী (ﷺ)-এর জীবদ্দশাতেই লোকদেরকে সঙ্গে নিয়ে সালাত আদায় করলেন।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

▪সহীহ বুখারী, হাদিসঃ ৬৭৯।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي مَرَضِهِ " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ". قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ

عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ. فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَهْ، إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ ". فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا.

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রসূল (ﷺ) অন্তিম রোগে আক্রান্ত অবস্থায় বললেন, আবু বকর (রাঃ)-কে বল সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি বললাম, আবু বকর (রাঃ) যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন তাঁর কান্নার দরুন লোকেরা তাঁর কিছুই শুনতে পাবে না। কাজেই উমর (রাঃ)-কে লোকদের নিয়ে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি হাফসা (রাঃ)-কে বললাম, তুমিও আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বল যে, আবু বকর (রাঃ) আপনার স্থানে দাঁড়ালে কান্নার জন্য লোকেরা কিছুই শুনতে পাবে না। তাই উমর (রাঃ)-কে লোকদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিন।' হাফসা (রাঃ) তাই করলেন।

তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, 'থামো, তোমরা ইউসুফ (আঃ)-এর সঙ্গী মহিলাদের মত। আবু বকর (রাঃ)-কে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল।'

তখন হাফসা (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন, 'আমি তোমার কাছ থেকে কখনও ভালো কিছু পেলাম না।'

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

▪সহীহ বুখারী, হাদিসঃ৭১২।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَتَاهُ بِلاَلٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ ". قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِي فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ. قَالَ " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ ". فَقُلْتُ مِثْلَهُ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ " إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ،

مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ ". فَصَلَّى وَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ الأَرْضَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ صَلِّ، فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ ـ رضى الله عنه ـ وَقَعَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى جَنْبِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ. تَابَعَهُ مُحَاضِرٌ عَنِ الأَعْمَشِ.

‘আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

নবী (ﷺ) অন্তিম রোগে আক্রান্ত থাকাকালে একবার বিলাল (রাঃ) তাঁর নিকট এসে সালাতের (নামাজের) সময় হওয়ার সংবাদ দিলেন। নবী (ﷺ) বললেন: আবু বকরকে (রাঃ) বল, যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। [আয়িশা (রাঃ) বললেন] আমি বললাম, আবু বকর (রাঃ) কোমল হৃদয়ের লোক, তিনি আপনার স্থানে দাঁড়ালে কেঁদে ফেলবেন এবং কিরাত পড়তে পারবেন না। তিনি আবার বললেন: আবু বকরকে (রাঃ) বল, সালাত আদায় করতে। আমি আবারও সেকথা বললাম। তখন তৃতীয় বা চতুর্থবারে তিনি বললেন, তোমরা তো ইউসুফ (আঃ)-এর সাথি রমণীদেরই মত। আবু বকরকে (রাঃ) বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে।

আবু বকর (রাঃ) লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন, ইতিমধ্যে নবী (ﷺ) দুইজন লোকের কাঁধে ভর করে বের হলেন। [আয়িশা (রাঃ) বললেন:] আমি যেন এখনও সে দৃশ্য দেখতে পাই, তিনি দুই পা মাটির উপর দিয়ে হেঁচড়াতে লাগলেন। আবু বকর (রাঃ) তাঁকে দেখতে পেয়ে পিছনে সরে আসতে লাগলেন। নবী (ﷺ) ইঙ্গিতে তাঁকে সালাত আদায় করতে বললেন, (তবুও) আবু বকর (রাঃ) পিছনে সরে এলেন। নবী (ﷺ) তাঁর পাশে বসলেন, আবু বকর (রাঃ) তাকবির শুনাতে লাগলেন।

মুহাযির (রহঃ) আমাশ (রহঃ) হতে হাদিস বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইবন দাউদ (রহঃ)-এর অনুসরণ করেছেন।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

▪মুসনাদ আহমদ,খন্ডঃ৫,পৃঃ৩৫৭-৩৫৮,হাদীসঃ৩৩৫৫।

লেখকঃ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল

حدثنا وكيع، شرحبيل حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أرقم بن

عن ابن عباس، قال: لما مرض رسول الله ﷺ مرضه الذي مات فيه، كان في بيت عائشة ، فقال : ادْعُوا لي علياً، قالت عائشة : نَدْعُو لك أبا بكر؟ قال : «ادْعُوهُ»، قالت حَفْصَةُ : يا رسولَ اللهِ ، نَدْعُو لَكَ عُمَرَ؟ قال : «ادْعُوهُ»، قالت أم الفضل : يا رسول الله ، نَدْعُو لك العباس؟ قال : ادْعُوه فلما اجتَمَعُوا رفع رأسه ، فلم يرَ علياً، فَسَكَتَ، فقال عمر : قُومُوا

عن رسول الله ﷺ. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: «مروا أبا بكر يُصَلِّي بالناس»، فقالت عائشة : إن أبا بكر رَجُلٌ حَصِرٌ، ومتى ما لا يَرَاكَ الناس يَبْكُونَ ، فلو أمَرْتَ عمر يُصَلِّي بالناس . فخَرَجَ أبو بكر فصلى بالناس ، وَوَجَدَ النبي ﷺ من نفسه خِفَّةٌ، فخرج يُهَادَى بينَ رَجُلَيْن، ورجلاه تَخطَّانِ في الأرض ، فلما رآه الناس، سبحوا أبا بكر، فَذَهَبَ يَتَأَخَرُ، فَأَوْمأ إليه : أي مكانك ، فجاء النبي ﷺ حتى جلس ، قال : وقام أبو بكر عن يمينه، وكان أبو بكر يأتم بالنبي ﷺ ، والناسُ يَأْتمون بأبي ٣٥١ بكر، قال ابن عباس : وأخذ النبي ﷺ من القِرَاءَةِ من حيثُ بَلَغَ أبو بكر، ومات في مرضه ذاك عليه السلام .

وقال وكيع مرة : فكان أبو بكر يأتم بالنبي ﷺ ، والناس يأتمُونَ بأبي بكر (1) .

(1) إسناده صحيح، أرقم بن شرحبيل روى له ابن ماجه، وهو ثقة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين .

ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:

রাসুলুল্লাহ ﷺতাঁর যে অসুস্থতায় ইন্তেকাল করেন, সেই অসুস্থতার সময় আয়েশার ঘরে অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি বললেন,

“আমার কাছে আলীকে ডাকো।”

আয়েশা বললেন, “আপনার জন্য কি আমরা আবু বকরকে ডাকব?”

তিনি বললেন, “তাকে ডাকো।”

হাফসা বললেন, “হে আল্লাহর রাসুল! আপনার জন্য কি আমরা উমরকে ডাকব?”

তিনি বললেন, “তাকে ডাকো।”

উম্মুল ফযল বললেন, “হে আল্লাহর রাসুল! আপনার জন্য কি আমরা আব্বাসকে ডাকব?”

তিনি বললেন, “তাকে ডাকো।”

এরপর তারা সবাই একত্রিত হলে রাসুলুল্লাহ ﷺতাঁর মাথা উঠিয়ে দেখলেন, সেখানে আলীকে দেখতে পেলেন না। তখন তিনি নীরব রইলেন। উমর বললেন, “রাসুলুল্লাহ -ﷺএর কাছ থেকে তোমরা উঠে যাও।”

এরপর বিলাল এসে তাঁকে নামাজের সময় হওয়ার কথা জানালেন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺবললেন:

“আবু বকরকে বলো, তিনি যেন লোকদের নামাজ পড়ান।”

তখন আয়েশা বললেন:

“আবু বকর একজন দুর্বলচিত্ত/অতিমাত্রায় আবেগপ্রবণ মানুষ। আপনি যখন সামনে থাকবেন না, তখন লোকেরা তাকে দেখে কাঁদতে শুরু করবে। তাই আপনি যদি উমরকে লোকদের নামাজ পড়ানোর নির্দেশ দিতেন!”

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবু বকর বের হয়ে লোকদের নামাজ পড়ালেন।

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺনিজের মধ্যে কিছুটা শক্তি অনুভব করলেন। তিনি দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে বের হলেন, আর তাঁর দুই পা মাটিতে টেনে যাচ্ছিল।

লোকেরা তাঁকে দেখতে পেয়ে তাকবির/তাসবিহের মাধ্যমে আবু বকরকে সতর্ক করল। তখন আবু বকর পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ইশারা করে বললেন:

“তুমি তোমার স্থানেই থাকো।”

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺএগিয়ে এসে বসে পড়লেন। বর্ণনাকারী বলেন, আবু বকর তাঁর ডান পাশে দাঁড়ালেন।

আবু বকর রাসুলুল্লাহ -ﷺএর অনুসরণ করে নামাজ আদায় করছিলেন এবং লোকেরা আবু বকরের অনুসরণ করে নামাজ আদায় করছিল।

ইবন আব্বাস বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺকুরআন তিলাওয়াত সেই স্থান থেকেই অব্যাহত রাখলেন, যেখানে আবু বকর তিলাওয়াত পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন।

এরপর সেই অসুস্থতার মধ্যেই রাসুলুল্লাহ ﷺইন্তেকাল করেন।

(১) বর্ণনাকারী ও সনদের নোট:

ওয়াকী‘ একবার এভাবেও বর্ণনা করেছেন:

“আবু বকর রাসুলুল্লাহ -ﷺএর অনুসরণ করছিলেন এবং লোকেরা আবু বকরের অনুসরণ করছিল।”

হাদিসের সনদ সম্পর্কে তাহকিকের বক্তব্য:

“এর সনদ সহিহ। আরকাম ইবন শুরাহবীলের কাছ থেকে ইবন মাজাহ বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য (সিকাহ)। আর সনদের বাকি সকল বর্ণনাকারীও নির্ভরযোগ্য এবং তাঁরা দুই শায়খের—অর্থাৎ বুখারি ও মুসলিমের—বর্ণনাকারী।”

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/rG7o5x0LXzdRZSWx8

▪বিশ্লেষণঃউক্ত হাদিস'টি লক্ষ করুন রাসুল আয়েশা এবং হাফসা কে ইউসুফ (আঃ)সাথে চক্রান্ত করা মহিলাদের সাথে তুলনা করেছেন এতো সামান্য একটা বিষয়ের জন্য রাসুল সাঃ এতোবড় অপবাদ দিতে পারেনা যে তোমরা হলে মিসরের চক্রান্ত'কারী মহিলাদের মতো? কারণ আয়েশা শুধু বলেছেন যে আবু বকর খুবই নরম হৃদয়ের মানুষ সে ইমামতী করতে পারবে না তাই উমর কে এই দায়িত্ব দেন এখানে চক্রান্ত করার কী আছে যে রাসুল সাঃ আয়েশা এবং

হাফসা কে ইউসুফ আঃ এর সাথে চক্রান্ত'কারী মহিলাদের সাথে তুলনা করবেন নিশ্চয়ই তারা এমন কোন চক্রান্ত করেছে যা উক্ত হাদিসে বর্ননা করেনি

রাসুল সাঃ যদি স্বয়ং নিজে আবু বকর কে ইমামতী'র দায়িত্ব প্রধান করে থাকেন তাহলে রাসুল সাঃ কেন নামাজ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে তিনি সাঃ আবু বকর কে ইমামতী থেকে সরিয়ে নিজে ইমামতী করবেন

উক্ত হাদীস সমূহ পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে আবু বকর সাহেব নামাজের ইমামতী করেনি রাসুল সাঃ স্বয়ং নিজে ইমামতী করেছে আবু বকর শুধু মাত্র তাকবির দিয়েছেন যেন পিছন সারীর নামাজী'গন বুঝতে পারে যে এখন রুকু হচ্ছে এখন সেজদা হচ্ছে

রাসুলুল্লাহ সাঃ তো সামান্য একটা বিষয়ের জন্য গুনধর দুজন মহিলা আয়েশা এবং হাফসা কে ইউসুফ আঃ সাথে চক্রান্ত'কারী মহিলাদের সাথে তুলনা করেছেন এবার আসুন দেখি আল্লাহ তাদের বিষয়ে কী বলেন?

▪সুরা: আত তাহরীম আয়াতঃ১০। [৬৬:১০]

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّ امْرَاَتَ لُوْطٍ ؕ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ

আল্লাহ কাফিরদের জন্য নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিতেছেন, উহারা ছিল আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু উহারা তাহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। ফলে নূহ্ ও লূত উহাদেরকে আল্লাহ্র শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পারিল না এবং উহাদেরকে বলা হইল, ‘তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সঙ্গে জাহান্নামে প্রবেশ কর।’

❑ আসুন এবার এই আয়তের তাফসীর দেখে নেই

▪ফাতহুল কাদির,খন্ডঃ৫,পৃঃ৩৩৯-৩৪০।

লেখকঃ ইমাম মুহাম্মদ ইবন আলী আশ-শাওকানী (মৃত্যু: ১২৫০ হি.)।[আহালে হাদিস]

وقيل : خانتاهما بالنميمة فلم يغنيا عنهما من الله شيئا) أى فلم ينفعهما نوح ولوط بسبب كونهما زوجتين لهما شيئا من النفع ولا دفعا عنهما من عذاب الله مع كرامتهما على الله شيئا من الدفع وقيل ادخلا النار مع الداخلين) أى وقيل لهما في الآخرة ، أو عند موتهما : ادخلا النار مع الداخلين لها من أهل الكفر والمعاصي . وقال يحيى بن سلام : ضرب الله مثلا للذين كفروا يحذر به عائشة وحفصة من المخالفة لرسول الله ﷺ حين تظاهرتا عليه ، وما أحسن من قال : فإن ذكر امرأتى النبيين بعد ذكر قصتهما ومظاهرتهما على رسول ﷺ يرشد

أتم إرشاد ويلوح أبلغ تلويح إلى أن المراد : تخويفهما مع سائر أمهات المؤمنين ، وبيان أنهما وإن كانتا تحت عصمته خير خلق الله وخاتم رسله ، فإن ذلك لا يغنى عنهما من الله شيئا ، وقد عصمهما الله عن ذنب تلك المظاهرة بما وقع منهما من التوبة الصحيحة الخالصة .

বলা হয়েছে: তারা উভয়ে চুগলখোরির মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে তারা দুজনই নবী নূহ ও নবী লূতের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও, সেই সম্পর্ক তাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো উপকার করতে পারেনি; এমনকি আল্লাহর শাস্তির কোনো অংশও তাদের থেকে প্রতিহত করতে পারেনি—যদিও আল্লাহর কাছে তাদের স্বামীরা সম্মানিত ছিলেন।

আর বলা হয়েছে: “তোমরা প্রবেশকারীদের সঙ্গে জাহান্নামে প্রবেশ করো।” অর্থাৎ আখিরাতে অথবা তাদের মৃত্যুর সময় তাদের বলা হবে: “তোমরা কাফির ও পাপাচারীদের মধ্য থেকে যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তাদের সঙ্গে জাহান্নামে প্রবেশ করো।”

ইয়াহইয়া ইবন সালাম বলেন: আল্লাহ তাআলা কাফিরদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি আয়েশা ও হাফসাকে সতর্ক করেছেন, কারণ তারা রাসুলুল্লাহ -ﷺএর বিরোধিতায় পরস্পর একজোট হয়েছিল।

আর সেই ব্যক্তির বক্তব্য কতই না সুন্দর, যিনি দুই নবীর স্ত্রীদের ঘটনা এবং রাসুলুল্লাহ -ﷺএর বিরুদ্ধে তাদের একজোট হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করার পর বলেছেন—এর মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে এবং অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে এবং অন্যান্য সকল উম্মাহাতুল মুমিনীনকেও সতর্ক করা।

অর্থাৎ, তারা যদিও আল্লাহর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ও তাঁর সর্বশেষ রাসুলের—অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ -ﷺএর—বিবাহবন্ধনে ছিলেন, তবুও এই সম্পর্ক আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদের কোনো উপকারে আসবে না।

তবে আল্লাহ তাদের সেই একজোট হয়ে বিরোধিতা করার পাপ থেকে রক্ষা করেছেন, কারণ তারা আন্তরিক ও বিশুদ্ধভাবে তওবা করেছিল।

❑ আয়শার পরকালের অবস্থান

■মুস্তাদ্রাক আল সহীয়ান খন্ডঃ ৪ পৃঃ ৭ হাদীসঃ ২৩১৫/৬৭১৭

লেখকঃ ইমাম হাকিম নিসাপুরী

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو البحتري عبد الله بن محمد بن بشر العبدي، ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : قالت عائشة رضي الله عنها : وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها مع رسول الله ﷺ وأبي بكر فقالت: إني أحدثت بعد رسول الله ﷺ حدثاً أدفنوني مع أزواجه فدفنت بالبقيع .

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

আবু আব্বাস মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, আবু বাখতারী আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে বিশর আল-আবদী আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদ কায়স ইবনে আবি হাযিম থেকে বর্ণনা করেছেন:

আয়েশা (রাযি.) বলেছেন: তিনি নিজেই ভাবছিলেন যে তাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আবু বকর (রাযি.)-এর পাশে তার ঘরে দাফন করা হবে। কিন্তু পরে তিনি বললেন:

"আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে একটি নতুন বিষয় (বিদআত) ঘটিয়েছি। আমাকে তাঁর স্ত্রীদের সাথে (জান্নাতুল বাকিতে) দাফন করো।"

অতঃপর তাকে জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়।

এই হাদিসটি শাইখাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর মানদণ্ডে সহীহ, যদিও তারা এটি সংগ্রহ করেননি।

PDF লিংকঃ

https://share.google/z22adznqOGOuYWz2Z

■সহীহ আল জামি আস সগীর খন্ডঃ ২ পৃঃ ১১৩১ হাদীসঃ ২২৭৭/৬৬৬৬

লেখকঃ শায়েখ নাসিরুদ্দিন আলবানী

المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يُقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثاً فعلى نفسه ، ومن أحدث حدثاً، أو أوى محدثاً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

(م ١٠١/٨ : حم ٢ / ٢٣٥ و ٣٠١ و ٢١٤٣٨)

(صحيح)

"মুমিনদের রক্ত সমান (সমান মর্যাদাপূর্ণ), এবং তারা অন্যদের বিরুদ্ধে একে অপরের সহায়ক। তাদের চুক্তি তাদের মধ্যে নীচতম একজনের দ্বারাও রক্ষিত হয়। সাবধান! কোনো মুমিনকে কোনো কাফিরের বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না। আর যার সাথে চুক্তি হয়েছে, সে তার চুক্তির মেয়াদকালে নিরাপদ।

যে ব্যক্তি কোনো নতুন বিষয় (বিদআত) সৃষ্টি করবে, তার জন্য এর দায়ভার নিজেই বহন করতে হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো নতুন বিষয় সৃষ্টি করে, বা বিদআত প্রবর্তককে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ।"

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/2Dx9moCfZkcRDIofn